"হেলথ হোম আন্দোলন" — কিছু ভাবনা

অনুপ সরকার

হীরক জয়ন্তী বর্ষে 'উৎসব' কলকাতা জেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই এবারের 'উৎসব'-এ যে স্মরণিকা প্রকাশিত হবে তাতে 'স্টুডেন্টস হেলথ হোম'-এর স্বাবলম্বী স্বাস্থ্য আন্দোলনের সুদীর্ঘ পথের ইতিবৃত্ত ও নানান অভিজ্ঞতা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবে। যা থেকে নিজেও অনেক কিছু জানতে পারব। আমার কাছে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের অতীত মানে এক দশক এক বছর মাত্র। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের একবছর আগে ২০০১ সালে হোমে সংগঠক হিসাবে যুক্ত হই এবং হোমের কর্মকান্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি। তবে ১৯৮০-৮১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে 'উৎসব'-এ প্রতিযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া এবং হোমকে নবরূপে পরিচালিত করার কাজে সাধারণ ছাত্র হিসাবে সকলের সাথে যুক্ত থাকার সুযোগে হেলথ হোম সম্বন্ধে সাধারণ কিছু ধারণা গড়ে উঠেছিল। সেই ধারণার মধ্যে যত না স্বাবলম্বী স্বাস্থ্য আন্দোলনের উপাদান ছিল, তার থেকে বেশী ছিল সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের শ্রীবৃদ্ধি সৃষ্টির তাগিদ। প্রথম দিকে ছাত্র ও পরবর্তী সময়ে সংগঠক হিসাবে হোমের অগ্রগতি বা বেড়ে ওঠার যে ছবি দেখতে পাই, তাতে একথা মানতেই হবে যে হোমের যা কিছু বাড়-বাড়ন্ত তা গত শতাব্দীর শেষ দুই দশ এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক জুড়ে লক্ষ্য করা যায়। আর এই সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিমণ্ডল থেকে স্টুডেন্টস হেলথ হোম আন্দোলন প্রভূত সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছে।

	১৯৯১	২০০১	২০১০
সরকারী অনুদান	১৬,০৯,২৫৩ টাকা	৩৩,৭৩,৫৯৪ টাকা	৭৬,৬৬,৯৯০ টাকা
আঞ্চলিক কেন্দ্রের সংখ্যা	২৫	৪৪	৬৫

স্বনির্ভর-স্বাবলম্বী ছাত্র স্বাস্থ্য আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা উপরের পরিসংখ্যান থেকেই পরিমাপ করা যায়। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার পাশাপাশি যে প্রশ্নটা বড় হয়ে ওঠে তাহল হেলথ হোম স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে কতটা যোগ্যতা অর্জন করতে পারল? তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে এক পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে কাজ করার পর হোম এই মুহূর্তে নতুন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজনৈতিক অবস্থানের পট পরিবর্তন ঘটেছে। ইতিমধ্যে কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। রাজনীতি নিরপেক্ষ থেকে হোম পরিচালনা করার মৌলিক নীতির অবনমনের ফলে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন শুরু হয়েছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক শক্তির অবক্ষয়ে কয়েকটি আঞ্চলিক কেন্দ্র নিষ্ক্রিয় হয়ে বন্ধ হয়েছে। এই উভয়বিধ সমস্যাই হোমের যথাযথ অগ্রগমন পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলতঃ স্বাবলম্বী স্বনির্ভর ছাত্র স্বাস্থ্য আন্দোলন — যা রোগ প্রতিকারের চেয়েও রোগ প্রতিরোধের চেতনা বৃদ্ধির কাজে বৃহত্তর ছাত্র সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে পারত, তাতে খুব বেশী অগ্রসর হতে পারেনি। সেইহেতু হেলথ হোম আন্দোলনকে সঠিক পথ নির্দেশে পরিচালিত করার কথা ভাবতে হবে।

ক। **আঞ্চলিকতা ঃ** সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের সময় হোমের আঞ্চলিক কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ। পরবর্তী দশ বছরে অতি দ্রুত আঞ্চলিক কেন্দ্রের সংখ্যা সত্তর ছুঁয়ে যায়। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি সমানভাবে উন্নত বা প্রসারিত হয়নি। নানা কারণেই এটা স্বাভাবিক। কিন্তু যেটা অস্বাভাবিক তাহল পরিচিতি স্বত্ত্বার প্রভাবে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংগঠকদের মননে আঞ্চলিকতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে হোমের জন্য সম্পদ সংগ্রহ, স্থাবর সম্পত্তি গঠন, তহবিল গঠন ও নানাবিধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের প্রবণতা বাড়ছে — যা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আঞ্চলিক কেন্দ্র স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং হোমের ব্যপ্তি বাড়বে, এটাই সঠিক নীতি। কিন্তু এই নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে হোমের সংগঠকদের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে। এবং সেই পরিকল্পনার শরিক হতে হবে।

প্রয়োজন সাপেক্ষে উন্নয়ন-ই হল প্রকৃত উন্নয়ন। সেক্ষেত্রে হোমের গৃহ নির্মাণ, নির্মিত গৃহের অংশবিশেষ ভাড়া দেওয়া, দামী আধুনিক যন্ত্র স্থাপন, সুস্বাস্থ্য ও সচেতনতা প্রসার সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা, স্থায়ী ব্যাঙ্ক তহবিল গঠন করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে হোমের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সাযুজ্য রক্ষা করা দরকার। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক স্তরের সংগঠকদের মধ্যে নিবিড় মত বিনিময় এবং পারস্পরিক আস্থা অর্জন খুবই জরুরী।

খ। **স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহার ঃ** আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিকে স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহের দিকে বিশেষ মনযোগ দিতে হবে। স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমেই হোমের পরিচিতি ও ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে নিবিড়তা বাড়বে। তবে, হোমের তরফে স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ করার পূর্বে সম্পদের উৎস এবং তার ব্যবহার সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা থাকতে হবে। অপরিকল্পিত সম্পদ সংগ্রহে হোমের সামাজিক সুনাম এবং গুরুত্ব খর্ব হয়। বাড়তি সম্পদ সংগ্রহ বাড়তি সমস্যার সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে হোমকে। ইতিমধ্যে যেসব আঞ্চলিক কেন্দ্র নিজস্ব ভবন নির্মাণ করেছে, সেখানে ভবনের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। আবার এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে, যেমন গুণী চিকিৎসক দ্বারা পলিক্লিনিক চালু করা বা শিক্ষা-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় হাসপাতাল ও আঞ্চলিক ক্লিনিক পরিচালনার জন্য অনেক জায়গায় মূল্যবান-অত্যাধুনিক মেসিনপত্র স্থাপন করা হয়েছে। এইসব যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার না হলে যন্ত্রপাতিগুলির স্বাভাবিক অবচয় (যা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না) হোমের পক্ষে আর্থিক দিক থেকে ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে যেসব জায়গায় আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে সেখানে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের মানসিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে পরিষেবার পরিধিকে বিস্তৃত করতে হবে। এতে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি হোমের দায়বদ্ধতা নির্বাহের বিষয়টা দৃঢ় হবে, পাশাপাশি সমাজে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা মানুষের কাজে হোমের অংশগ্রহণ সামাজিক সম্পর্ককে দৃঢ় করবে। হোমের পরিচয় বাড়বে এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনের কাজটি সহজ হবে।

তৃতীয়তঃ স্থায়ী আমানত প্রকল্পে অর্থ সঞ্চিত রাখার বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দরকার। হোমের সূচনালগ্নে বা পরবর্তী সময়ে পরিচালনার স্বার্থে স্থায়ী আমানত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে 'টাকার বাজারে' এই ধরণের প্রকল্পের গুরুত্ব ক্রমশ কমছে। যে অর্থব্যবস্থার মধ্যে আমরা অবস্থান করছি তাকে পরিবর্তন করার জন্যই এই ব্যবস্থার সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রয়োগ করা দরকার। বর্তমান

অর্থব্যবস্থায় টাকা গচ্ছিত রেখে আয় করার নীতির পরিবর্তে সঞ্চিত অর্থকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে ব্যবহার করে সঞ্চয়ের ব্যবহারিক মূল্যমানের শ্রীবৃদ্ধি এবং সেই সংক্রান্ত ইতিবাচক ফলাফলকে আমাদের সম্পদ হিসাবে হোমের ভাণ্ডারে জড়ো করতে হবে। এরজন্য দরকার — একটা 'তহবিল ব্যবহার জনিত সুস্থ পরিকল্পনা'। আপাততঃ যেটা করা যায় তাহল — স্থায়ী আমানতের একটা অংশকে ক্রমপুঞ্জিত প্রকল্পে বিনিয়োগ করা এবং বাকি অংশ মাসিক আয়ভিত্তিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা। মাসিক আয়ভিত্তিক প্রকল্প থেকে সংগৃহীত আয় দ্বারা ক্লিনিক পরিচালনায় অংশবিশেষ বহন করা বা ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত কর্মশালা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। ২০১০-২০১১ অর্থবর্ষে হোমের সঞ্চিত স্থায়ী আমানতের পরিমাণ —

কেন্দ্রিয় ঃ ৯৬,২৭,৫৩১ টাকা

আঞ্চলিক ঃ ২১,৮২,১৮৭ টাকা

কেন্দ্রিয়স্তরে সঞ্চিত স্থায়ী আমানত নিয়মিত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে হোম জমাতিরিক্ত অর্থ খরচের সীমা বাড়িয়ে নিতে থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে স্থায়ী আমানতে যে হারে সুদ পাওয়া যায় তার থেকে অনেক বেশী হারে সুদ দিয়ে আমাদের জমাতিরিক্ত খরচের ব্যবস্থা করতে হয়।

২০১০-২০১১ সালে সুদ বাবদ আয় ও ব্যয় —

	আয়	ব্যয়
সেভিংস ব্যাঙ্ক	৩,৭৪৩.০০ টাকা	৩,৯২,২০৮ টাকা
স্থায়ী আমানত	৫,৯৩,৪২৫.০০ টাকা	(জমাতিরিক্ত ব্যয় বাবদ)

উপরের তথ্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সুদবাবদ যা আয় হয়েছে তার একটা বড় অংশ ব্যয় হচ্ছে জমাতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করার জন্য। এইভাবে বছরের পর বছর ধারাবাহিকভাবে চললে হোমের আর্থিক বুনিয়াদকে দৃঢ় করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমাদের সংগঠকদের আধুনিক মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে। ট্র্যাডিশনাল চিন্তা-ভাবনা থেকে সংগঠকদের মুক্ত হতে হবে এবং বর্তমান সময়ের পরিস্থিতি উপযুক্ত চিন্তা-ভাবনার জায়গাকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। উদার অর্থনীতির যুগে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার জন্যই আমাদের আধুনিক মন দিয়ে সবকিছুকে যাচাই করার উপযুক্ত মানসিকতা অর্জন করতে হবে।

গ। **ব্রাদারহুড কার্ড ঃ** অতীতের 'লক্ষ্মীর ভাঁড়'-এ অর্থ সংগ্রহ অভিযান কালের নিয়মে ব্রাদারহুড কার্ডে অর্থ সংগ্রহ কর্মসূচীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই কর্মসূচীর মূলমন্ত্র হ'ল — ছাত্রসমাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা এবং স্বাবলম্বী ছাত্র স্বাস্থ্য আন্দোলনের রসদ সংগ্রহ করা। একথা স্বীকার করে নিতে কোনো অসুবিধা নেই যে সার্বিকভাবে এই কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা সফল নই। সবদিক থেকেই ব্রাদারহুড কার্ড সংগ্রহ অভিযানে একটা অগোছালো ভাব লক্ষ্য করা যায়। এই ত্রুটি আমাদের কাটিয়ে তুলতে হবে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই আঞ্চলিক কেন্দ্রকে পরিকল্পনা করতে হবে কোন মাসে এই কর্মসূচী পালন করবে। প্রতিটি সদস্য বিদ্যালয়ে কার্ড বিলি করতে হবে। পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কার্ড বিলি করলে কার্ডের হিসাব রক্ষণা-বেক্ষণ করা সহজ হয় এবং যা অর্থ সংগ্রহ হবে তা তুলে আনা সম্ভব হয়। ব্রাদারহুড কার্ডে অর্থ সংগ্রহের কাজের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা অথবা স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারের জন্য কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। এতে ছাত্র-ছাত্রী,

শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের মধ্যে হোম সম্পর্কে ধারণা ও আগ্রহ বাড়বে। অন্যথায় ফি-বছর অর্থসংগ্রহ কর্মসূচীতে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে অনীহা আসবে। এই মুহূর্তে এইরূপ অনীহার শিকারে ব্রাদারহুড কার্ড কর্মসূচীর গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। ব্রাদারহুড কার্ড অর্থ সংগ্রহ কর্মসূচীর গুরুত্ব অনুধাবন করে সংগঠকদের বিশেষ মনযোগী হওয়া দরকার। কারণ এই কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে একদিকে যেমন আর্থিক স্বাবলম্বীতা আনা সম্ভব হবে, পাশাপাশি হেলথ হোমের কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা যাবে। যত বেশী গভীরভাবে এই কাজ করা যাবে তত বেশী হেলথ হোমের প্রাসঙ্গিকতা স্থায়ী হবে।

ঘ। **অসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGO) ও স্টুডেন্টস হেলথ হোম ঃ** হেলথ হোম একটি স্বেচ্ছাসেবী/অসরকারী প্রতিষ্ঠান। এটা আমরা সবাই জানি যে বিশ্ব জুড়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সুশীল সমাজের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। বিশ্ব অর্থনীতি ব্যবস্থা এটাই চায়। উদারনৈতিক অর্থনীতির অবশ্য শর্তই হল নাগরিক পরিষেবা বা মানব উন্নয়ন কর্মসূচীতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সঙ্কুচিত করা বা রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা। সমাজের সকল মানুষের অংশগ্রহণের ভেক ধরে নাগরিক পরিষেবা বা মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলিতে NGO দের অবাধ বিচরণের ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের বিকল্প হিসাবে উপস্থিত করা হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্টুডেন্টস হেলথ হোম কি ছাত্র স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিকল্প হিসাবে কাজ করবে? যদিও এই প্রশ্নের উত্তর এই লেখার বিষয়বস্তু নয়। তথাপি উল্লেখ করা যায় যে হেলথ হোম অসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্তমান উদার অর্থনীতির যুগে রাষ্ট্রের বিকল্প না হয়ে বরং রাষ্ট্রের দায়িত্বকে আরো নির্দিষ্ট করে সূচিত করবে। তাই আজদের দিনে অন্যান্য সমস্ত অসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন না করে স্বনির্ভর ছাত্র-স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। সেখানেই হোমের সাথে যুক্ত সমস্ত কর্মী, সংগঠক, শুভানুধ্যায়ীদের হেলথ হোম আন্দোলন পরিচালনা করার মানসিকতা অর্জন করতে হবে। 'সমাজসেবী' পেশায় নিযুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহের কার্যে যুক্ত যে সমস্ত মানুষজন বিভিন্ন অসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন তাদের সাথে নিজেদেরকে এক আসনে না বসিয়ে হেলথ হোম আন্দোলনে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে নিজেকে সূচিত না করতে পারলে হোমকে কখনই আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে না। পক্ষান্তরে ক্রমে হেলথ হোম বেসরকারী ছাত্র চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিগণিত হবে এবং হোমের সাথে যুক্ত কর্মীরা হোমকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করবে এবং হোমের সংগঠকরা বেসরকারী ছাত্র চিকিৎসা কেন্দ্রের 'ম্যানেজমেন্ট' রূপে প্রতিষ্ঠা পাবে।

পরিশেষে উল্লেখ করি স্টুডেন্ট হেলথ হোমের স্বনির্ভরতা অর্জনের কাজে আমরা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। বর্তমান সময়ের সংগঠক ও কর্মীদের সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে। এই অঙ্গীকার নিয়েই সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে হোমের এগিয়ে চলার পথকে মসৃণ করতে হবে।